দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 09 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যালে চালু হলো রিউম্যাটোলজি স্পেশালাইজড ক্লিনিক

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে রিউম্যাটোলজি স্পেশালাইজড ক্লিনিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ব্লকের ১৭ তলায় এ ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান। তিনি বলেন, এই ক্লিনিক স্থাপিত হওয়ায় রোগীরা অনেক উপকৃত হবেন। এর মাধ্যমে বাতরোগসমূহে আক্রান্ত রোগীদের রোগ প্রাথমিকভাবেই চিহ্নিত করা ও সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা সহজ হবে।

মঙ্গলবার রিউম্যাটোলজি মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ মিনহাজ রহিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ক্লিনিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান প্রধান অতিথি ও উপউপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবদুর রহিম, রিউম্যাটোলজি মেডিসিন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ আতিকুল হক এবং অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম। প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ মোহাম্মদ জিয়াউল হায়দার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্বিভাগ ভবন-১ এর ৪০৯ নম্বর কক্ষে রোগীরা বিশেষায়িত এ ক্লিনিকের সেবাটি নিতে পারবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান বলেন, বর্তমান প্রশাসন নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও নির্মোহভাবে রোগীদের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের মেডিক্যাল শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রোগীরা যাতে কোন রকম ভোগান্তির শিকার না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকেই সতর্ক থাকতে হবে। দেশের স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় ও সুন্দরতম দেশ। এ দেশ আজ অপার সম্ভাবনার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সর্বক্ষেত্রেই এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রিউম্যাটোলজি বিভাগ রোগীদের বিশেষায়িত সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈকালিক বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ সেবার মাধ্যমে রোগীরা ভীষণভাবে উপকৃত হচ্ছেন। রিউম্যাটোলজি স্পেশালাইজড ক্লিনিকের বিষয়ে রিউম্যাটোলজি মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ মিনহাজ রহিম চৌধুরী জানান, ১২০টি বড় ধরনের রোগসহ ৬ শতাধিক রোগ রিউম্যাটোলজির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সাধারণ মানুষ রিউম্যাটোলজি বলতে শুধু বাতজ্বরকেই জানেন। আসলে বাতজ্বর হলো বাতরোগসমূহের একটিমাত্র রোগ। তিনি জানান, স্পনডাইলো অর্থাটিস, আরলি অর্থাটিস ও রিউম্যাটোরেট অর্থাটিস (আরএ) যে ক্লিনিকটি চালু হলো এর মাধ্যমে বাতরোগসমূহে আক্রান্ত রোগীদের রোগ প্রাথমিকভাবেই চিহ্নিত ও সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা সহজ হবে। তুলনামূলকভাবে তরুণ বয়সে বা কর্মক্ষম বয়সে এ রোগে পুরুষ ও মহিলারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। পুরুষরা (স্পনডাইলো অর্থাটিস) ১৮ থেকে ৪০ বছর এবং মহিলারা (আরএ) ২১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে বেশি আক্রান্ত হয়। এ রোগের লক্ষণ হলো গিঁট ফুলে যাওয়া, কোমর ও জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা। যা পরবর্তীতে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগী এক সময় পঙ্গু হয়ে যায়। কিন্তু এ রোগ ও রোগের চিকিৎসা বিষয়ে দেশের বেশিরভাগ মানুষই জানেন না। ফলে, সঠিক চিকিৎসার অভাবে রোগীরা তাদের মূল্যবান কর্মক্ষম বয়সে সীমাহীন কষ্টে ভোগেন।